ভয়াবহ !

সপাং! সপাং!!

ক্ষুধিত চাবুকের নৃশংস আঘাত এসে পড়ছে ছেলেটার গায়ে একের পর এক, ক্রমাগত। গত ১১ই নভেম্বর বৃহস্পতিবারে, ইরাণের সানান্দাদজ শহরে।

ঘটনার আকস্মিক বিহ্বলতায় কাঁদতেও ভুলে গেছে ছেলেটা। কিংবা এক আঘাতে কেঁকিয়ে কেঁদে উঠবার আগেই তার কাঁচা শরীরে আবার এসে পড়ছে সাপের মত লকলকে চাবুক। সে চাবুক তার চোদ্দ বছরের নধর শরীরের নরম মাংস খুবলে খুবলে খাচ্ছে সাপের মত হিংস্র ছোবলে বারবার, বারবার। থরথর করে কাঁপছে তার শরীর, অসহ যন্ত্রণায় মোচড় খেয়ে বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত পিঠ থেকে, বুক থেকে, হাত পা সর্বাঙ্গ থেকে - কিন্তু তবু সপাং, সপাং, সপাং!! মায়ের মায়াময় স্নেহদৃষ্টি মনে পড়ছে কি তার? কিংবা বাবার কোলের নিশ্চিন্ত আশ্রয়? ভাই-বোনের খুনসুটি? অস্ফুট কাতরতায় মাকে ডাকবার চেষ্টা করছে কি ছেলেটা?

চুরি করেনি, ডাকাতিও করেনি ছেলেটা। চাঁদাবাজী করেনি, মিথ্যে কথা বলেনি, কারো ওপরে ঝাঁপিয়েও পড়েনি। কিন্তু তবু সপাং, - সপাং - সপাং...............................

রোজার মাস। এমন নয় যে সে রোজা রাখতেই চায় নি। রোজা রেখেছিল ছেলেটা, রাত্রে উঠে সেহ্‌রি খেয়েছিল। তিন চারদিন পরে ঈদ, অন্যান্য সব ছেলে-মেয়ের মত সে-ও খুশীর কল্পনায় বিভোর ছিল নিশ্চয়ই। নিয়ম মাফিক বারো বয়স থেকে রোজা বাধ্যতামূলক হয়েছে তার। আল্লাহ বলেছেন বান্দা শুধু তাঁকে খুশী করার জন্য রোজা রাখে, তার মুখের গন্ধ তাঁর খুব প্রিয়। বান্দার রোজার প্রতিদান তিনিই দেবেন। রোজা না রাখলে কি হবে তা আল্লাহ বলেন নি, কোন শাস্তিও ঘোষনা করেন নি। কিন্তু সে দায়িত্ব মানুষ নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। শুন্য পেটের খিদের কষ্ট সহ্য করতে পারেনি কোমল ছেলেটা, ইফতারের আগেই খেয়ে ফেলেছে। তাতে ইসলামের বড়ই ক্ষতি হয়েছে, ইসলামের মালিকেরা তাকে শারিয়া আদালতে টেনে নিয়ে গেছে। মহামান্য শারিয়া আদালত তাকে পঁচাশীটা বেত্রাঘাতের শাস্তি দিয়েছেন।

সপাং, - সপাং - সপাং...............................

না, যেন কেয়ামত পর্য্যন্ত চলবে এ চাবুক, যেন শেষ নেই। যে কচি শরীরে খিদে সহ্য হয়নি, সে কিভাবে এত চাবুক সহ্য করবে? ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ল সে, আস্তে করে শুয়ে পড়ল নিজেরই রক্তস্রোতের মধ্যে। প্রতিটি চাবুকের সাথে তার শরীর একটু একটু নড়ছে এখন, কান পাতলে এখনো হয়ত শোনা যাবে তার অস্ফুট গোঙ্গানী। এদিকে সমানে চলছে চাবুক, সপাং সপাং সপাং।

তারপর এক সময় সে থেমে গেল। তৃপ্তিভরে থেমে গেল পরিশ্রান্ত জল্লাদও। পঁচাশী বার চাবুক মারা, কম কথা নয়! মাননীয় শারিয়া আদালতের রায়, তার দায়িত্ব শেষ করেছে সে। ডাক্তার এলেন, পরীক্ষা করলেন। তারপর নির্বিকারে ঘোষনা করলেন, মরে গেছে ছেলেটা। অনিন্দ্যসুন্দর ফুলের মত সদ্য ফুটেছিল যে, যার সামনে ছিল বিস্তীর্ণ জীবন, সে এখন মাটির নীচে পোকামাকড়ের খাদ্য হবে। এ রকম শত শত ভয়াবহ ঘটনা ঘটছে ইরাণের তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্রে।

হতে পারে আমি এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখছি। কিংবা এও হতে পারে, বাংলাদেশ দ্রুত ছুটে চলেছে ওই মারাত্মক দুঃস্বপ্নের দিকে। সে সম্ভাবনার অনেক বিষাক্ত কুলক্ষ্মণ সারা দেশে প্রেতের হাসি হাসছে প্রতিদিন। পঞ্চাশ বছর আগের মিষ্টি দেশটায় কেউ কারো আরাধনা-উপাসনা নিয়ে মাথা ঘামাত না, এ ব্যাপারে কেউ কাউকে ঘৃণার চোখে দেখত না, বিষাক্ত সাপের মত ছোবল মারত না। রমজানে কে রোজা রাখল না রাখল তা কোন ব্যাপারই ছিল না, সৎপথে চলাটাই ছিল আদর্শ। মানুষের হক আদায় করাটা-ই যথেষ্ট ছিল, হক্কাল্লাহ (আল্লার হক) নিয়ে মানুষ মাথা ঘামাত না।

কিন্তু এখন বিশ্ব-জামাত আল্লার দালাল হয়েছে, এদের পাল্লায় পড়ে মানুষের প্রাণান্ত অবস্থা। তারা আর আল্লার হকটা আল্লার হাতে ছেড়ে দিতে ভরসা পায় না, নিজেরা-ই তারা ওই দায়িত্ব নিয়েছে তারা এখন। না হলে তাদের মাতব্বরিটা

থাকে না। বাচ্চা-কাচ্চার মুখে দু'টো ভাত তুলে দেবার যে রুটি-রুজী, কোন রমজানে কোন গরীবের সেই ছোট্ট রেষ্টুরেন্টট খোলা থাকলে তাদের ইসলাম নষ্ট হয়ে যায়, তারা লাঠিসোটা হাতে সগর্জনে ইসলাম বাঁচাতে ছোটে। কেউ নামাজ না পড়লে বা রোজা না রাখলে ওদের চোখ ক্রোধে লাল হয়ে ওঠে, মনে হয় ইসলাম নষ্ট হয়ে গেল। এতটাই ফালতু দুর্বল ওদের ইসলাম।

কেন জানেন? ভেতরটা ফাঁপা ঠনঠনে হলে সেটা লুকোতে বাইরের হৈ হৈ আড়ম্বর দেখাতে লাগে। চোরের মা'য়ের গলা জবরদস্ত জোরালো হতে হয় তার টিকে থাকবার জন্যই, হুংকার আর রক্তচক্ষু হল ক্রিমিন্যালদের একমাত্র অস্ত্র। আত্মা যত গরীব হয়, সেটা ঢাকবার জন্য তত বেশী বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা দরকার হয়। ইসলামের সহনশীলতা যে হারিয়ে ফেলে, আল্লারউপাসনার মালিকানা আল্লার হাতে না ছেড়ে যারা নিজের হাতে নেয়, তাদের হতে মুসলমানের সর্বনাশ হতে বাধ্য, ইতিহাস তার সাক্ষী।

ক্ষমতায় আসার আগে ইরাণে ওরাও আল্লা-রসুল-কোরাণের নামে অসম্ভব মিষ্টি কথা বলত। তাতে বিশ্বাস করে জাতটা মহা ঠকা ঠকেছে, এখন বিদ্রোহ করছে ওদের জামাতির বিরুদ্ধে। ওরা ঠেকে শিখেছে, আমাদের দেখে শিখতে হবে।

না হলে আমাদের নিয়তিতে ভয়াবহ খবর আছে।

ধন্যবাদ।

১৭ই নভেম্বর ৩৪ মুক্তিসন (২০০৪) - (www.holycrime.com-অবলম্বনে)